বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণা কার্যক্রম সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলী

১। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণা অনুদানের জন্য আবেদন করার সময় প্রকল্প পরিচালক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পূর্ণ বিবরণসহ তাঁর গবেষণার পরিকল্পনা পেশ করবেনঃ

(ক) প্রস্তাবিত অথবা অনুরূপ বিষয়ে ইতিপূর্বে কোন গবেষণা কাজ কেউ করে থাকলে এবং তা' কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে তার বিবরণ ।

(খ) প্রস্তাবিত গবেষণার রূপরেখা

(গ) গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

(ঘ) গবেষণা পদ্ধতি

(ঙ) গবেষণালব্ধ ফলাফলের সম্ভাব্য ব্যবহার/কার্যকারিতা

২। যে সকল প্রতিষ্ঠানে গবেষণার মৌলিক সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান আছে কেবলমাত্র সেই সব প্রতিষ্ঠানেই গবেষণা কাজের অনুমোদন দেয়া হবে। সুতরাং গবেষণা প্রকল্প কমিশনে দাখিল করার সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গবেষণার মৌলিক সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান আছে,এই মর্মে প্রকল্প পরিচালক কমিশনকে অবহিত করবেন।

৩। গবেষণা প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে কমিশন অফিসে পাঠাতে হবে।

৪। গবেষণা প্রস্তাবের ৫(পাঁচ) কপি কমিশনে পাঠাতে হবে।

৫। কমিশন স্বল্প মেয়াদী (এক বছর বা দু'বছর) গবেষণা প্রকল্পকেই উৎসাহিত করে থাকে। প্রকল্পের বছর ভিত্তিক খাতওয়ারী খরচের হিসাব (গবেষণা সহকারী, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি) দেখাতে হবে।

৬। প্রকল্পের গবেষণা কাজ পরিচালনা/ তত্ত্বাবধান করার জন্য শুধুমাত্র প্রকল্প পরিচালক ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসাবে পাবেন। প্রকল্প কাজে সহায়তার জন্য ১জন গবেষণা সহকারী নিয়োগ করা যাবে তবে গবেষণা সহকারী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পূর্ণকালীন শিক্ষক/ কর্মচারী কাজ করতে পারবেন না। গবেষণা সহকারীর নিয়োগপত্র জীবন বৃত্তান্তসহ নিয়োগের পর পরই কমিশনে পাঠাতে হবে।

৭। গবেষণা প্রকল্প চূড়ান্তভাবে কমিশন কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর প্রকল্প পরিচালক কমিশনের আর্থিক অনুদান গ্রহণের শর্তাবলীপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে পাঠালে কমিশন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করবে।

৮। সাধারণত ঃ কমিশন থেকে প্রকল্পের প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়করণের তারিখ থেকে প্রকল্পের মেয়াদ গণনা করা হবে। প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পরে প্রতি ৬ মাস পরে খরচের হিসাবসহ কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এক বছর অতিক্রান্ত হলে বার্ষিক প্রতিবেদন (একাধিক বছরের জন্য অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে) এবং প্রকল্পের কাজ শেষ হলে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। প্রকল্পের টাকা ৩ কিস্তিতে ছাড় করা হবে। ১ম কিস্তিতে ৫০%, ২য় কিস্তিতে ৩০% এবং বাকী ২০% ৩য় কিস্তিতে ছাড় করা হবে। আর্থিক খরচের হিসাবসহ পূর্ববর্তী কিস্তির গবেষণা কর্মের অগ্রগতির প্রতিবেদন না পাওয়া গেলে পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে না।

৯। প্রকল্প পরিচালক ১জন গবেষণা সহকারী নিয়োগ করতে পারবেন। গবেষণা সহকারীকে ৪ (চার) বছরের স্নাতক ডিগ্রীধারী বা সমমানের হতে হবে এবং তাঁর ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে। গবেষণা সহকারীর মাসিক ভাতা ৫,০০০/- টাকা (সর্বোচ্চ ১ বছরের জন্য) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

১০। কৃষি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা সহযোগী/সহকারীর পরিবর্তে দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক/মাঠকর্মী নিয়োগ করা যাবে। এক্ষেত্রে জন প্রতি মাসিক পারিশ্রমিক কোন অবস্থাতে ৩,৫০০/- টাকা উর্দ্ধে হতে পারবে না এবং দৈনিক ভিত্তিতে মুজরী সরকারী হার প্রযোজ্য হবে।

১১। কমিশনের আর্থিক সাহয্যে সম্পাদিত গবেষণা কাজের ফলাফল প্রকাশনার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষককে কমিশনের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে এবং সকল প্রকাশনার ক্ষেত্রে কমিশনের আর্থিক অনুদানের কথা উল্লেখ থাকতে হবে।

১২। কমিশনের অর্থায়নে পরিচালনাধীন গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা না দেওয়া পর্যন্ত পরবর্তী প্রকল্পের অর্থ ছাড় করা হবে না।